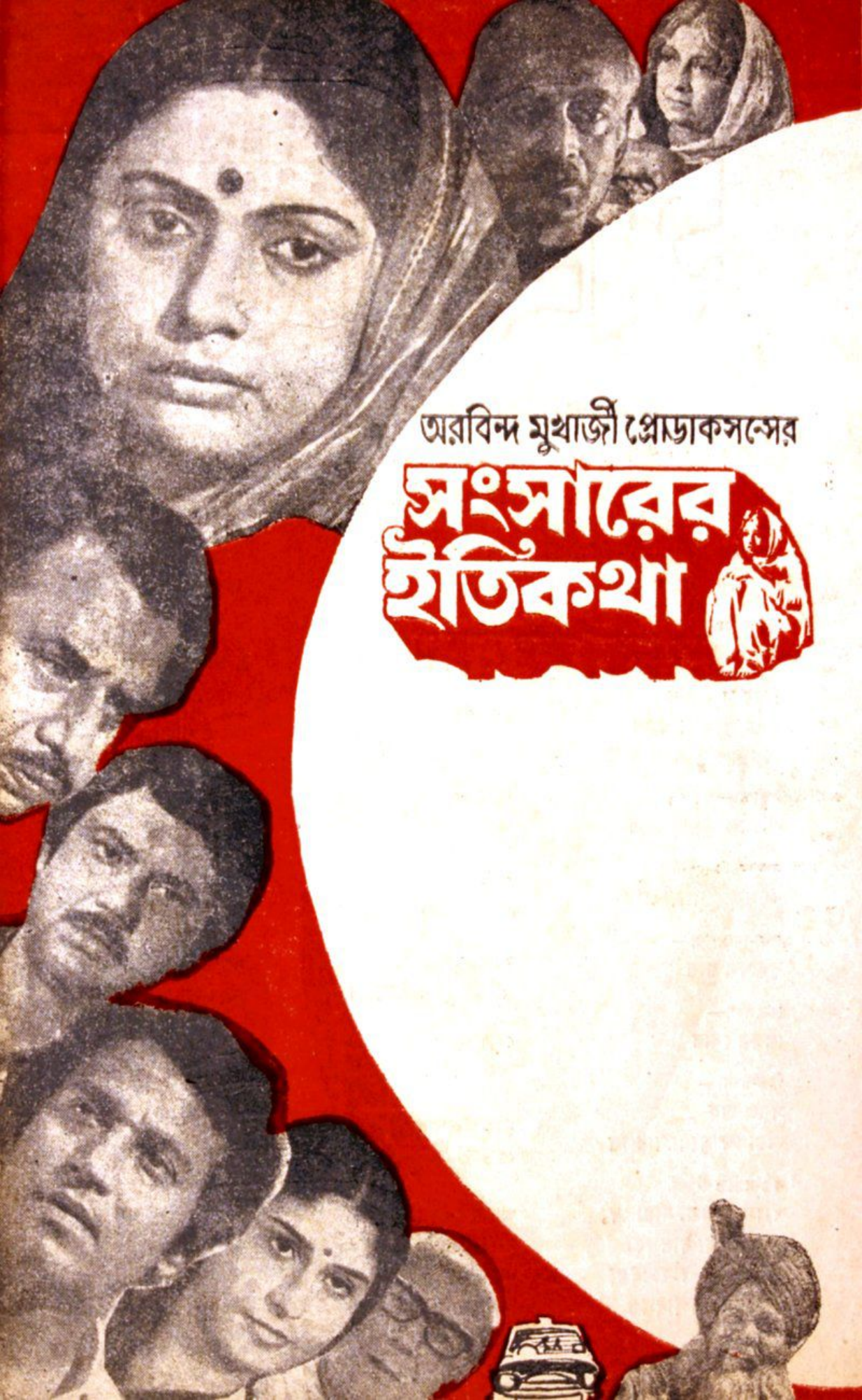
অরবিন্দ মুখার্জী প্রোডাকসন্সের
সংসারের ইতিকথা

সংসারের ইতিকথা

অরবিন্দ মুখার্জী প্রোডাকশন্সের নিবেদন—

: পরিচালনা :

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রযোজনা—
অরবিন্দ মুখাৰ্জি

কাহিনী—
সর্ব্বাণী ভট্টাচার্য

চিত্রনাট্য সংলাপ—
বীরু মুখোপাধ্যায়
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সঙ্গীত—
শ্যামল কুমার মিত্র

সম্পাদনা—
অমিয় মুখোপাধ্যায়

শিল্প-নির্দেশনা—
বুদ্ধদেব রায়

চিত্রগ্রহণ—
বিজয় ঘোষ

গীত-রচনা—
সরল গুহ
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

কণ্ঠ-সঙ্গীত—
শ্যামল মিত্র, মান্না দে,
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়,
অরুন্ধতী হোমচৌধুরী
তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপ-সজ্জা—
গৌর দাস

শব্দ-গ্রহণ—
রঞ্জিত দত্ত, মনি বোস

সঙ্গীত-গ্রহণ—
সত্যেন চ্যাটার্জী

ব্যবস্থাপনা—
কানাই রায়

স্থির-চিত্র—
এডনা লরেঞ্জ

কর্মসচিব—
বীরেন মুখোপাধ্যায়

পোষাক সরবরাহ—
অশোক ঘোষ

নৃত্য-পরিচালক—
প্রভাত ঘোষ

আলোক-সম্পাত—
সতীশ হালদার, দুখী
নস্কর, ব্রজেন দাস ও
অন্যান্য।

প্রচার-পরিকল্পনা
তপন রায়

: সহকারী-বৃন্দ :

বিশেষ পরিচালনা—
ধ্রুব রায়চৌধুরী

প্রথম পরিচালক—
জগদীশ মণ্ডল

দ্বিতীয় পরিচালক—
তাপস গুহ

সঙ্গীত—
অলোক নাথ দে

সঙ্গীত-গ্রাহক—
বলরাম বারুই
প্রভাত বর্মন

শব্দ-গ্রহণ—
বিনোদ ভৌমিক

রূপ-সজ্জা—
তারাপদ পাইন

সম্পাদক—
শেখর চন্দ্র
অচিন্ত্য মুখার্জী

সেটিং—
মনি সর্দার, নবী সর্দার
অক্ষয় ও অনেকে।

রসায়নাগারিক—
বীরেন গুহ, দুলাল
সাহা, দিলীপ রায় ও
অনেকে।

আলোক-চিত্র—
পঙ্কজ দাস, স্বপন দত্ত

প্রচার—
ভবতোষ মুখার্জী
বাপী মুখোপাধ্যায়

প্রচার-অঙ্কন—
এস ক্বোয়ার

—রূপায়ণে—

সন্তু মুখোপাধ্যায় ● রাজেশ্বরী রায়চৌধুরী ● সুমিত্রা মুখার্জী ● অনুপকুমার ● সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (পি. এল. টি.) ● স্বরূপ দত্ত ● তরুণকুমার ● শোভা সেন ● অসীমকুমার ● হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ● সীতা দেবী ● অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ● অলকা গঙ্গোপাধ্যায় ● ভারতী দেবী ও কাজল গুপ্ত।

পরিবেশনা—বলাকা পিকচার্স

নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর ষ্টুডিওতে অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ ও ডালিম গুহ'র তত্ত্বাবধানে
ইনডিয়ান ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

॥ কাহিনী ॥

মুকুটমনিপুর গ্রামের ব্রজেন ভট্টাচার্য ভগবান সাধুর চালের কলে সামান্য কাজ ক'রে কোনমতে সংসার চালায়। এদিকে মেয়ে উর্মিলা বড়ো হ'য়ে উঠেছে, বিয়ে না দিলেই নয়। বাধ্য হয়েই তিনি তিনকড়ি মহাজনের কাছে বসতবাড়ী বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করেন। উর্মিলা পাত্রস্থ হ'লো। কিন্তু ঋণ শোধ করবার কোন উপায়ই ব্রজেন বাবু খুঁজে পান না। তিনকড়ি সময় দিতেও নারাজ। আদালতে মাম্‌লা উঠ্‌লো, কোর্ট থেকে ডিগ্রিও পেলো তিনকড়ি।

ব্রজেন বাবুর বড়ো ছেলে ভূতনাথের একটি চায়ের দোকান আছে। কিন্তু তার আসল ব্যবসা হচ্ছে চোলাই। সেদিন পাশের গঞ্জের ধনী ব্যবসায়ী আগরোয়াল ভগবান সাধুর দোকান থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চাল কিনে অবসর বিনোদনের জন্য ভূতনাথের দোকানে যায়। উদ্দেশ্য একটু নেশাটেশা করা। কথায় কথায় সে ভূতনাথকে বলে সে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে ভগবান সাধুর গোলা থেকে চাল কিনেছে। সে চাল এখন লরী বোঝাই হচ্ছে।

এদিকে সেই টাকা গুনে গেঁথে ব্রজেন বাবু ভগবানের আয়রন সেফে রাখেন।

এদিকে ব্রজেনের দেনার চিন্তায় ঘুম নেই। উঠে পড়েন তিনি। সততার কোনো দাম নেই। চোররাই সুখী, ঠিক করেন ভগবান সাধুর ঐ টাকা তিনি চুরি করবেন। চুরি করতে এসে দ্যাখেন ভগবানের শোবার ঘরের দরজা খোলা। বালিশের তলায় চাবি নেই। চাবিটা আয়রণ চেস্টের গায়ে লাগানো, হাত দিতেই চাবিটা সশব্দে মেঝেতে পড়ে যায়। ভগবানের ততক্ষণে ঘোর কেটে গেছে। ঘুম ভেঙ্গে যায়। কে—কে বলে চিৎকার করে। ব্রজেন বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে পাঁচিল টপ্‌কে পালায়। চুরি করা তার হ'লনা। ছোট ছেলে শিবনাথ ভিন গাঁয়ে যাত্রা করে ফিরছিলো, হঠাৎ দেখলো তাঁর গাঁয়ের দিক থেকে একটা লোক ছুটে আসছে, শিবনাথ ছুটে গিয়ে ধরে ফেলে—দ্যাখে তার বাবা। বাবাকে কালভার্টের তলায় লুকিয়ে দিয়ে নিজেই ছুটতে থাকে শিবনাথ। কিন্তু একটা গর্তে পড়ে যায়। লোকগুলো ছুটে এসে ওকে ধরে, শিবনাথই চোর সাব্যস্ত হয়। চার বছর জেল হয় তার।

ব্রজেন বাবু অসুস্থ হয়ে মৃত্যুকালে স্ত্রী সরলাকে বলে যান শিবনাথ চোর নয়।

জেলে শিবনাথের সঙ্গে দেশকর্মী রবিবাবুর পরিচয় হয়। তাঁরই চেস্টায় ওখান থেকে বি. এ. পাশ করে। চার বছর পর সে জেল থেকে বার হয়ে গ্রামে ফিরে অবাক হয়ে যায়, তার দাদা ভূতনাথের খুব উন্নতি দেখে। পৈতৃক বাড়ীর দেনা শোধ করে বিরাট পাকা দোতলা বাড়ী করেছে। চালকলেরও এখন সেই মালিক। শিবনাথকে গ্রামের সবাই ঘৃণার চোখে দেখছে, ভূতনাথ তাকে দেখে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। তাকে মায়ের সঙ্গে দেখাও করতে দিল না। কলকাতা আসার পথে শিবনাথের লরির মালিক মহীন্দর সিং-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে ঐ মহীন্দর সিং-এর কলকাতার গ্যারেজেই সে কাজ পায় এবং তার ট্যাক্‌সি চালায়।

ক্রমে সুধাময় বাবু ও তার কন্যা তণুর সঙ্গে শিবনাথের পরিচয় হয়, তণু শিবনাথের নানারকম মহত্ব দেখে এবং ও যে শিক্ষিত তা জেনে মুগ্ধ হয়। ওদিকে ভূতনাথের সঙ্গে তার মা সরলার ঝগড়া হয়। সরলা জানতে পারে তার ছোট ছেলেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রাম থেকে। ভূতনাথ ও তার স্ত্রী কমলা তাকেও বাড়ী থেকে দূর করে দেয়। সরলা স্থানীয় একটা মন্দিরে ঝি-এর কাজ নেয়। শিবনাথ প্রতি মাসে মা সরলার নামে একশো করে টাকা মনিঅর্ডার পাঠাতো। ভূতনাথ সেই টাকা স্ত্রীকে দিয়ে সই করিয়ে আত্মসাৎ ক'রে যাচ্ছিল।

আর এদিকে শিবনাথের সঙ্গে তণুর অন্তরঙ্গতা প্রেমে পরিণত হয়। কিন্তু তণুর মা অপর্ণার আভিজাত্য তাদের মিলনে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আর তারপর ? ?? ???

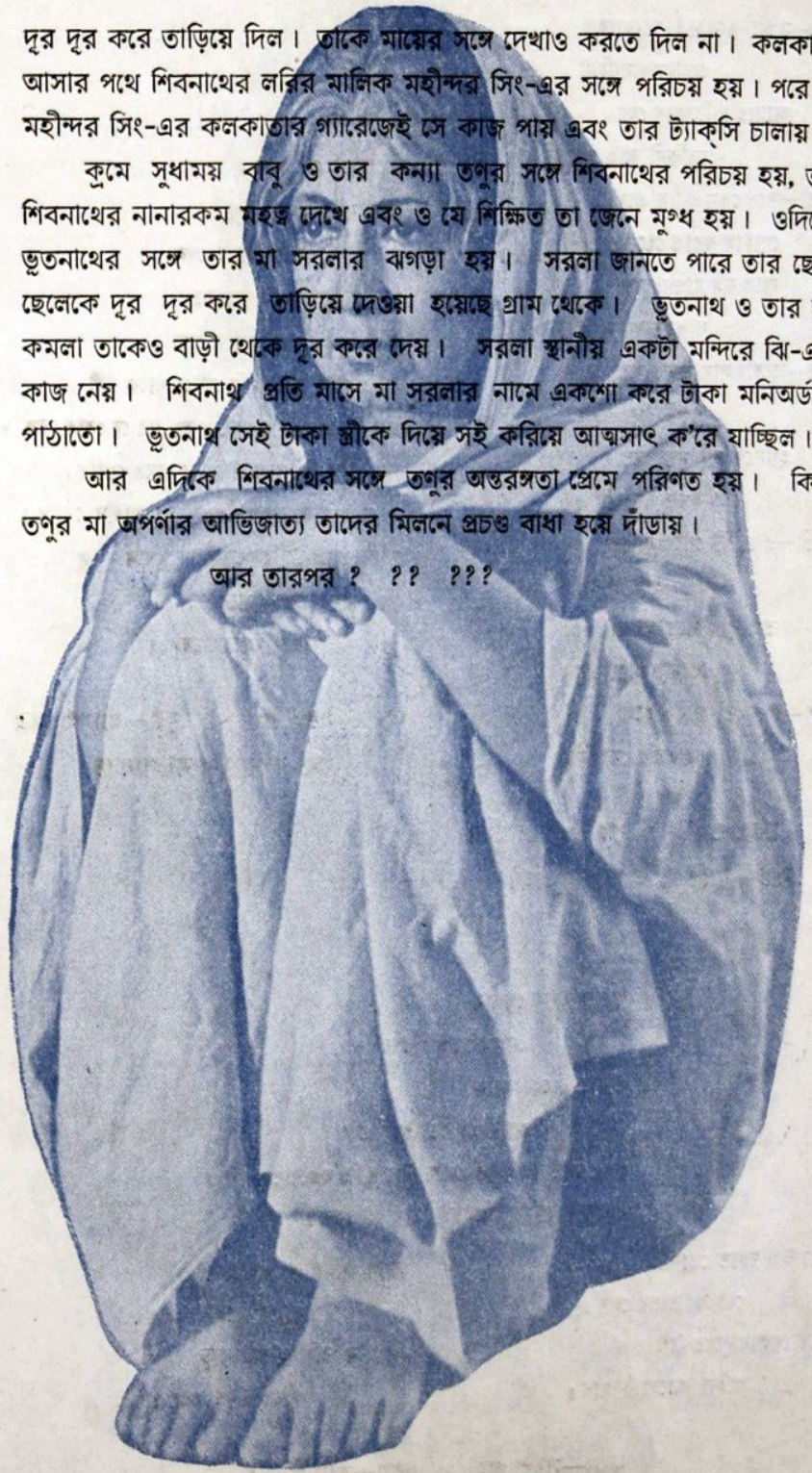

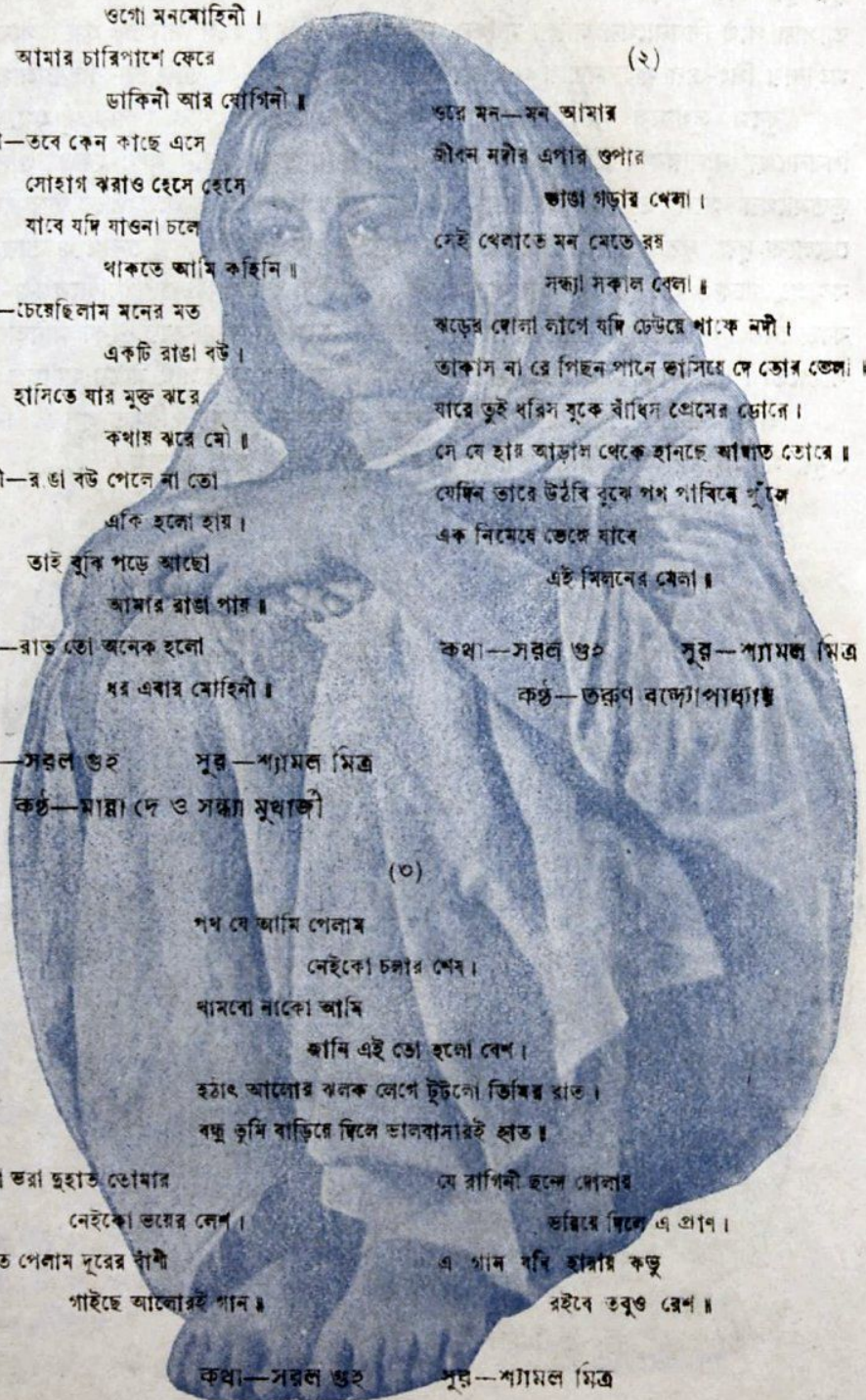

(১)

বিমল—মনের কথা কই তোমারে
ওগো মনমোহিনী।
আমার চারিপাশে ফেরে
ডাকিনী আর যোগিনী॥
মালতী—তবে কেন কাছে এসে
সোহাগ ঝরাও হেসে হেসে
যাবে যদি যাওনা চলে
থাকতে আমি কহিনি॥
বিমল—চেয়েছিলাম মনের মত
একটি রাঙা বউ।
হাসিতে যার মুক্ত ঝরে
কথায় ঝরে মৌ॥
মালতী—রাঙা বউ পেলে না তো
একি হলো হায়।
তাই বুঝি পড়ে আছো
আমার রাঙা পায়॥
বিমল—রাত তো অনেক হলো
ধর এবার মোহিনী॥

কথা—সরল গুহ　　সুর—শ্যামল মিত্র
কণ্ঠ—মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখার্জী

(২)

ওরে মন—মন আমার
জীবন নদীর এপার ওপার
ভাঙা গড়ার খেলা।
সেই খেলাতে মন মেতে রয়
সন্ধ্যা সকাল বেলা॥
ঝড়ের দোলা লাগে যদি ঢেউয়ে থাকে নদী।
তাকাস না রে পিছন পানে ভাসিয়ে দে তোর ভেলা॥
যারে তুই ধরিস বুকে বাঁধিস প্রেমের ডোরে।
সে যে হায় আড়াল থেকে হানছে আঘাত তোরে॥
যেদিন তারে উঠবি বুঝে পথ পাবিনে খুঁজে
এক নিমেষে ভেঙে যাবে
এই মিলনের মেলা॥

কথা—সরল গুহ　　সুর—শ্যামল মিত্র
কণ্ঠ—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩)

পথ যে আমি পেলাম
নেইকো চলার শেষ।
থামবো নাকো আমি
জানি এই তো হলো বেশ।
হঠাৎ আলোর ঝলক লেগে টুটলো তিমির রাত।
বন্ধু তুমি বাড়িয়ে দিলে ভালবাসারই হাত।
ভরসা ভরা দুহাত তোমার
নেইকো ভয়ের লেশ।
শুনতে পেলাম দূরের বাঁশী
গাইছে আলোরই গান॥
যে রাগিনী ছন্দে দোলায়
ভরিয়ে দিলে এ প্রাণ।
এ গান যদি হারায় কভু
রইবে তবুও রেশ॥

কথা—সরল গুহ　　সুর—শ্যামল মিত্র
কণ্ঠ—শ্যামল মিত্র

(৪)

মায়ের হাতের শুক্‌নো মুড়ি
হার মানে গো পোলাও লুচি।
তোমার পায়ের ধূলো মাগো
ধূলো নয় তো হীরের কুচি॥
ছোট্ট বেলায় ঘুমের ঘোরে
দুধ খাওয়ালে আদর করে।
ছেঁড়া তোমার আঁচল দিয়ে
কান্না আমার দিলে মুছি॥
আমার দেশের মায়ের মতন
এমন মা আর আছে কোথায়।
সারাদিন উপোষ থেকে
ছেলেকে যে বসে খাওয়ায়॥
তুমি দুর্গা তুমি কালী
বুকের পাঁজর দিলে জ্বালি
সেই আলোতে জীবন আঁধার
নিত্য আমার যায় ঘুচি।

কথা—অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
কণ্ঠ ও সুর—শ্যামল মিত্র

(৫)

শিবনাথ—আমি ট্যাক্সি ড্রাইভার
খাবার দাবার নেইকো সময়
নেইকো সময় নাইবার।
তনু—ঠাকুর পুকুর পেরিয়ে আমতলা এড়িয়ে
চলো যাই সোজা ডায়মণ্ডহারবার
শিবনাথ—জো হুকুম মেমসাব
হাজির হুকুম বরদার॥
গাড়ী আমার তোমার ছোঁয়া পেয়ে
মাতাল হয়ে যায়
উড়ে চলে দুলকি চালে
জানে না কি সে সে চায়॥
তনু—বল বল আরও বল
কানে কানে তুমি বল
আমার কাছে আছে কি বা চাইবার
কথা আমার হারায় বুঝি ও—গো……
তোমার কাছে এসে॥
শিবনাথ—সব হারিয়ে সব যে পেলাম
শুধু তোমায় ভালবেসে
তনু—একি দোলা দিলে বুকে।
এলোমেলো কথাগুলো
সুরে সুরে তোলে কি যে ঝঙ্কার॥

কথা—সরল গুহ　　সুর—শ্যামল মিত্র
কণ্ঠ—শ্যামল মিত্র ও অরুন্ধতী হোমচৌধুরী

SANSARER ITIKATHA

(BROJEN'S FAMILY)

SYNOPSIS OF THE STORY

In Mukutmanipur Brojen was passing through hard days with his wife Sarala, daughter Urmila and two sons—first, Bhutnath carrying on an illegal trade of country-liquor under the cover of a tea-shop . . . . and youngest Shibnath, having completed his schooling, was only an under-trainee in the local garage run by Haru and spending his leisure time in dramatic performance (Jatra). Brojen himself had a job in the local rice mill owned by Bhagwan Sadhu.

As irony of fate Brojen had mortgaged all his properties including dwelling house before Pinkari, a local money-lender, to get his daughter married and as the dead-line for returning the loan was long over, he was desperately hunting for all other sources. In the meanwhile Bhutnath having come to know the presence of large sums in the iron-safe of Bhagawan Sadhu——being the sale proceeds of rice, committed theft making him senseless and decamped with the money. Shortly after, Brojen also appeared with the same motive and was surprised to find the doors opened. But he had accidentally awakened Bhagawan Sadhu in the process and was subsequently chased by his men. His youngest son Shibnath while returning home from the performance met his father on way and had taken his place to save him. He was naturally arrested and jailed for four years. Brojen could not get over this shock and made a frank confession to his wife in his death bed.

In jail—Shibnath continued his studies with the help of a political prisoner Robi Babu and finally graduated. Later, on release, when he returned to his village he was turned out of his house by his elder brother who had in the meanwhile started flourishing through his corrupt means. He was completely upset for not being able to meet his mother and at the very indifferent attitude of his neighbours and departed for Calcutta. On the way he met a truck-driver (owner) Mahinder Singh who also owned a garage, taxi and other transport in Calcutta and soon became very dear to him. In Calcutta while driving Taxi, Shibnath picked up acquaintance with Tanu—rich and cultured daughter of Sudhamoy. Tanu soon fell in love with Shibnath . . . especially after finding great human qualities in him.

Shibnath having been better off—started sending money to his mother through Post Office but his brother mis-appropriated the entire proceeds having forged his mother's signature with the help of his wife. His greeds had no ends and had driven out his mother from the house who had to find refuge in a temple—working as a maid-servant.

Tanu's parents were dead against the marriage of their daughter with Shibnath who had in meanwhile been gifted with all the assets of Mahinder Singh. Shibnath's brother-in-law had given their family back-ground. But everything went into doldrum when Tanu's father came to know about Shibnath's days behind the bars from his brother and did not believe the real story despite the appeals made by Tanu who knew everything.

Shibnath having known from Haru—a mechanic from his own village about the pitiable condition of his mother, immediately returned to his village and forced his brother who was in the meanwhile campaigning for his election, to submit to his mother's feet and beg forgiveness. In the meanwhile Police force also appeared to arrest Bhutnath againt various other corruption charges.

Issued by Publicity Dept., Balaka Pictures. The New Eastern Press Syndicate. Cal.-13.